দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 3-0 MAR 2001
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

মাদ্রাসাগুলোয় অরাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত ও বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা দিতে হবে

বগুড়ায় মাদ্রাসা শিক্ষকদের বিশাল সমাবেশে আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীন

বগুড়া থেকে মহসিন রাজু/মাহফুজ মণ্ডল/শামীম শিরাজী/সুমন মাণিক : বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীন বগুড়ায় মাদ্রাসা শিক্ষকদের এক বিশাল সমাবেশে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের মাদ্রাসাগুলোকে অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার আহবান জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি মাদ্রাসা ও বেসরকারী শিক্ষকদের বেসরকারী কর্মচারীদের অনুরূপ মহার্ঘ্য ভাতা প্রদানের দাবী জানিয়েছেন। বি গতকাল শনিবার বগুড়া জেলা জমিয়াতুল মোদার্রেছীন আয়োজিত 'মাদ্রাসা শিক্ষা সম্প্রসারণ ও জাতীয় মানে উন্নীতকরণ' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই দাবী জানান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরো বলেন, ধর্মীয় এবং দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের মাদ্রাসাগুলোর অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকেই বাংলাদেশ ভূখণ্ডের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে যুগ যুগ ধরে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও স্বাধীনতার চেতনা বিকশিত হয়ে আসছে। সে কারণেই এই প্রতিষ্ঠানগুলো হওয়া উচিত সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের অতীত আন্দোলনের

পৃঃ ২ঃ কঃ ৪

শাল সমাবেশে আলহা

য় পৃষ্ঠার পর

ক্রতিতে বিশেষ করে এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ম মাওলানা এম এ মান্নানের দূরদর্শী ভূমিকার ণে মাদ্রাসা শিক্ষা এবং মাদ্রাসার শিক্ষকরা আজ টি বিশেষ সম্মানজনক অবস্থায় উপনীত হয়েছেন। মধ্যেই আমরা মাদ্রাসা শিক্ষক ও ধর্মপ্রিয় মানদের সাথে নিয়ে আন্দোলন করে ফাজিল কামিলকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মানে উন্নীত তে সক্ষম হয়েছি। এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো ীয়করণসহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং মহিলা কোটা ইলসহ মাদ্রাসা শিক্ষকদের আরো যেসব াদাওয়া রয়েছে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে নিয়ে কোন মূল্যে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে যাব। ড়া শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজিত াবেশে তিনি আরো বলেন, আমাদের মনে রাখতে ধর্মীয় মূল্যবোধ বিশেষ করে, ইসলামী াবোধই আমাদের সার্বভৌমত্বের মূল ক্তিশক্তি। তাই যে কোন মূল্যে দেশে মাদ্রাসা া ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতেই হবে।

কাল বগুড়ার শিল্পকলা একাডেমী অডিটোরিয়ামে য়োজিত এই আলোচনা সভা উদ্বোধন করেন বগুড়া লা প্রশাসক মোঃ হুমায়ুন কবীর।

াবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ য়াতুল মোদার্রেছীনের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও নিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি ল আমীন খান বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষকদের এবং ত্রদের কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের লেজুড় য়া উচিত নয়। আল্লাহর ঘর পবিত্র মসজিদ যেমন রপেক্ষ তেমনি রসূলের ঘর মাদ্রাসাও নিরপেক্ষ এবং বিত্র হওয়া উচিত। মাদ্রাসা এবং মসজিদকে যারা শেষ কোন রাজনৈতিক দলের আখড়ায় পরিণত রার অপচেষ্টা চালাচ্ছে আমরা আলহাজ এ এম এম হাউদ্দীনের নেতৃত্বে তাদের সেই অপচেষ্টা প্রতিহত রবো ইনশাল্লাহ।

মাবেশে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্যে কেন্দ্রীয় াসচিব মাওলানা শাব্বীর আহমাদ মোমতাজী লেন, একটি মহল মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে বদ্ধমুখী ন্তান্ত, ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। এরই অংশ হিসেবে ঙ্গীবাদের ধুয়া তোলা হচ্ছে। কিন্তু এ পর্যন্ত াংলাদেশের কোন মাদ্রাসাতেই জঙ্গীবাদীদের প্রশ্রয় য়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তিনি আরো বলেন, মিয়াতুল মোদার্রেছীনের নেতৃত্বে যেভাবে মাদ্রাসা ক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটছে তা অব্যাহত থাকলে বিষ্যতে অনেক শিক্ষিত অভিভাবকই তাদের ছেলে-য়েদের মাদ্রাসায় পড়তে পাঠাবে। এর প্রমাণ সেবে তিনি চলতি দাখিল পরীক্ষায় একমাত্র দ্রাসাগুলোতেই নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা চলেছে লে উল্লেখ করেন।

জলা জমিয়াতুল মোদার্রেছীন-এর সভাপতি প্রিন্সিপাল াওলানা মোঃ খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে নুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের উপ-রজিস্ট্রার রশিদ আহমদও বিশেষ অতিথি হিসেবে ক্তব্য রাখেন।

ধ্যানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষা ফিসার খন্দকার মোঃ রেজাউল করীম, পীরজাদা ওসমান গনি, মোদার্রেছীনের সাবেক কেন্দ্রীয় সিনিয়র হ-সভাপতি ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সিনেট সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাওলানা শামছুদ্দিন, গুড়া সরকারী মোস্তাফিয়া আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আফতাব উদ্দিন, জেলা জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সাবেক সেক্রেটারী মাওলানা মোজাম্মেল হোসাইন। অনুষ্ঠানে জেলা নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন জেলা খালিক, ফ্যা সুপারিনটেন্ডেন্ট এস জি এম আবু বক্কর সিদ্দীক, ডাইস প্রিন্সিপাল হাফিজুর রহমান, এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিনিধি জাহিদুর রহমান জাহিদ, আবুল হোসেন, প্রিন্সিপাল আশরাফ আলী, প্রিন্সিপাল মাওলানা আবু তাহের, ডাইস প্রিন্সিপাল ফজলে রাব্বী তোহা, প্রিন্সিপাল মাওলানা আশরাফ আলী, মাওলানা রাশেদুল হাসান ওসমানী, ডাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা নজরুল ইসলাম, ডাইস প্রিন্সিপাল মনিরুজ্জামান, আশরাফ আলী, প্রিন্সিপাল আব্দুল কুদ্দুস, মাওলানা আবু বক্কর সিদ্দীক, প্রিন্সিপাল আ ন ম ইমরান, ডাইস প্রিন্সিপাল আব্দুর রাজ্জাক।

এছাড়াও জয়পুরহাট জেলা জমিয়াতের সভাপতি প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল মতিন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা জমিয়াতের সভাপতি আলহাজ মাওলানা প্রিন্সিপাল মোঃ গোলেফিছুর রহমান, নওগাঁ জেলা জমিয়াতের সভাপতি প্রিন্সিপাল আব্দুস সাত্তার, রংপুর জেলা জমিয়াতের সম্পাদক প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবিবুজ্জামান, সিরাজগঞ্জ জেলা জমিয়াতের সম্পাদক প্রিন্সিপাল মাওলানা আবু তাহের, দিনাজপুর সদর জমিয়াতের সভাপতি ডাইস প্রিন্সিপাল আব্দুর রাজ্জাক, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা রুহুল আমিন, ইসলাম হক সরকার, প্রিন্সিপাল আব্দুল হকসহ সিদ্দিকী প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

আলোচনা সমাবেশ পরিচালনা করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বগুড়া ছাত্র কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মোস্তাকিম হোসাইন।

সমাবেশে বিপুল সংখ্যক মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত হন। প্রধান অতিথিসহ অনুষ্ঠানের আয়োজকরা তাদের বক্তব্যে এ জন্য গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন। সমাবেশ শেষে অনুষ্ঠানের প্রধান ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ বগুড়া সদরের প্রত্যন্ত পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত তেলিহারা মহিউদ্দিন আলীম মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। সেখানে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ আলাউদ্দিন ও প্রিন্সিপাল সৈয়দ গোলাম আকবর অতিথিদের স্বাগত জানান। মাদ্রাসাটির সার্বিক শিক্ষার পরিবেশ এবং ভাল ফলাফলের রেকর্ড দেখে প্রধান অতিথি আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীন সন্তোষ প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, আলোচনা সভায় বগুড়াসহ উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলার বিভিন্ন মাদরাসার প্রায় আড়াই হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীন সমাবেশে বলেন, দেশের প্রেক্ষাপটে আগামী দিনে মাদরাসা শিক্ষার গুরুত্ব আরো বেড়ে যাবে। সৎ, যোগ্য, নিষ্ঠাবান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক তৈরী করতে মানুষ তাদের প্রাণপ্রিয় সন্তানদের মাদরাসায় পাঠাবে। মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের গুণগত মান আরো বৃদ্ধি করতে হবে। যাতে একজন অভিভাবক সহজেই তার সন্তানটিকে মাদরাসায় শিক্ষা অর্জনের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। প্রধান অতিথি বলেন, মাদরাসা শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আমি সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিব, উপ-সচিবদের সাথে কথা বলেছি, বগুড়া জেলা প্রশাসকের সাথে কথা বলেছি। যাতে শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবীদাওয়াগুলো পূরণ করা হয়। তিনি বলেন, সমস্যা ছিল, সমস্যা আছে এবং থাকবে। একবারে সকল সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। তবে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি হিসেবে আমি মাদরাসা শিক্ষকদের সুনির্দিষ্ট ধরনের সমস্যা সমাধানে সব সময় আপ্রাণ চেষ্টা করে যাব। তিনি বলেন, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যেভাবে বেতন ভাতা পেয়ে থাকে মাদরাসা শিক্ষকদেরও সেভাবে ১০০% বেতন ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য আমাদের

পারবে তেমনি বগুড়ার একটি মাদরাসা থেকে যেই সমমানের পাস করা ছাত্র সেই একই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন সেই আন্দোলনই করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের ন্যায়সংগত দাবীগুলো বর্তমান সরকারতো পূরণ করবেই, ভবিষ্যতে যে সরকার আসবে তারাও পূরণ করবে। এদেশের মাদরাসা শিক্ষকদের বিশাল শক্তিই বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সকল দাবীদাওয়া পূরণ করতে পারে। উদ্বোধনী বক্তব্যে বগুড়া জেলা প্রশাসক জনাব হুমায়ুন কবির বলেন, মাদরাসা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ভাল শিক্ষক নিয়োগ না করলে মাদরাসার উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, মাদরাসা শিক্ষকদের আধুনিক প্রযুক্তির শিক্ষায় প্রশিক্ষিত হতে হবে। তিনি বলেন, জেনারেল শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি মাদরাসার শিক্ষার্থীরা এখন বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি খুবই ভাল দিক। জনাব হুমায়ুন কবির আরো বলেন, দেশে সন্ত্রাস, দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদরাসা শিক্ষা যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি বলেন, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য মাদরাসা শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। কোয়ালিটি জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে একজন ছাত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা যথেষ্ট।

সম্মেলনে অন্যান্য বক্তা বলেন, মাদরাসা চালানোর জন্য সুষ্ঠু শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে, ২৪/১২/১৯৯৫ জারিকৃত দাখিল, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষায় পাসের কোটা বহাল রাখতে হবে, স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে জাতীয়করণ করে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ বেতন-ভাতা প্রদান করতে হবে, বালক মাদ্রাসায় ৩০% মহিলা কোটা বাতিল এবং মহিলা মাদ্রাসার সব পদে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থা চালু করতে হবে (প্রাসঙ্গিক পদ ব্যতীত), স্কুলের অনুরূপ মাদ্রাসাগুলোয়ও সরকারীভাবে ইবতেদায়ী ও জুনিয়র বৃত্তি চালু করতে হবে, সাধারণ শিক্ষা বনাম মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের বেতন বৈষম্য দূরীকরণ করতে হবে, একাডেমিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলোতে নিয়ম অনুযায়ী এমপিওভুক্ত করতে হবে, প্রভাষকদের স্থগিতকৃত ২ বছর ও ৮ বছরের উচ্চতর স্কেল অবিলম্বে ছাড় করতে হবে, নিয়োগের ক্ষেত্রে মাউশি ঢাকা কর্তৃক ডিক্লির প্রতিনিধি নিয়োগের বিধান বাতিল করতে হবে, ইবতেদায়ী স্তরে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাইমারি স্কুলের অনুরূপ নিবন্ধন শর্ত বাতিল এবং